তারিখ 26 OCT 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

জেএসসি-জেডিসি

পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে এবার ২৪ লাখ ৬৮ হাজার শিক্ষার্থী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এবার ২৪ লাখ ৬৮ হাজার ৮২০ জন শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও মাদ্রাসার জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

সচিবালয়ে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আগামী ১ থেকে ১৮ নভেম্বর দেশের এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষায় ২৮ হাজার ৬২৮টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী দুই হাজার ৮৩৪টি কেন্দ্রে অংশ নেবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবার জেএসসি ও জেডিসির ২৪ লাখ ৬৮ হাজার ৮২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩ লাখ ২৪ হাজার ৪২ জন ছাত্রী এবং ১১ লাখ ৪৪ হাজার ৭৭৮ জন ছাত্র। আট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জেএসসিতে পরীক্ষার্থী ২০ লাখ ৯০ হাজার ২৭৭ জন এবং মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পরীক্ষায় : অংশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধীনে জেডিসিতে তিন লাখ ৭৮ হাজার ৫৪৩ জন পরীক্ষায় অংশ নেবে।

গত বছর এ পরীক্ষায় ২৪ লাখ ১২ হাজার ৭৭৫ জন অংশ নিয়েছিল জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে ৫৬ হাজার ৪৫ জন। এছাড়া জেএসসিতে ৯৬ হাজার ২১২ জন এবং জেডিসিতে ১৪ হাজার ৩৬৭ জন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

গতবছর এক থেকে তিন বিষয়ে যারা অকৃতকার্য হয়েছিল তারাও এবার পরীক্ষা দেবে জানিয়ে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এই সংখ্যা জেএসসিতে ৮৭ হাজার ৬৯৭ জন এবং জেডিসিতে ১১ হাজার ৭৭০ জন। আর বিদেশের নয়টি কেন্দ্রে এবার ৬৫৯ জন শিক্ষার্থী জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যানের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসেইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক এসএম ওয়াহিদুজ্জামান, আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান এবং মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিগত বছরের ন্যায় এবারও বাংলা দ্বিতীয়পত্র, ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র ছাড়া অন্য সব বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে নেয়া হবে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জেএসসি ও জেডিসিতে এবার থেকে শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্মমুখী শিক্ষা এবং চারুকলা বিষয়ের পরীক্ষা হবে না। বছরজুড়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে এসব বিষয়ের নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বোর্ডে সরবরাহ করা হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের চতুর্থ বিষয়সহ এবার ১০টি পত্রে ৮৫০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নেবে। বহু নির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে দুটি বিভাগ থাকলেও দুটি অংশ মিলে ৩৩ পেলেই পাস বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এসএসসির মতো দুই অংশে আলাদাভাবে পাসের প্রয়োজন নেই।

শ্রবণ প্রতিবন্ধীসহ অন্য প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীরা অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অটিস্টিক, ডাউন সিনড্রোম ও সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধীরা পাবে অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই তারা শ্রুতি লেখক সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে।

বিশেষ কারণে দেরি হলে বিবেচনা করা হবে

পাবলিক পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ বাধ্যতামূলক করা হলেও বিশেষ কারণে কারও দেরি হলে তা বিবেচনায় নেয়া হবে জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন বলেন, 'ব্যতিক্রম কিছু হলে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই সেটা কার্যকারণ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত দেবেন। কেউ একটা অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে গেল সেক্ষেত্রে তো আপনাকে বিবেচনা করতে হবে, সে রকম ব্যতিক্রম থাকবে। সকল ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম থাকে।'

এর আগে মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সভায় প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে পাবলিক পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে ঢোকার এই নিয়ম করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই নিয়ম আগামী ১ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে।

শিক্ষামন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'শিক্ষকরা সকালে যাওয়ার পর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। এটা বন্ধ করার জন্য পরীক্ষার্থীরা ৩০ মিনিট আগে কেন্দ্রে ঢুকবে, তারপর প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খোলা হবে।'

শিক্ষা সচিব বলেন, 'আধাঘন্টা আগে হলে পৌঁছলে পরীক্ষার্থীদের টেনশন কমে যাবে। এটার অন্য একটা দিকও আছে- ঠিক সময়ে পৌঁছানোর জন্য প্ল্যান করে বাসা থেকে বের হতে হবে। কারণ আমাদের যানজট বা ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রতিদিনের। সুতরাং আমরা সেভাবে প্ল্যান করতে বাধ্য হই।'